দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা ঊনচল্লিশ

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বয়নচিত্রের উন্মোচন: উইলিয়াম মিলারের স্বপ্ন এবং অন্তিম দিনগুলোতে ভিত্তিমূলক সত্যসমূহের পুনঃস্থাপন

Jeff Pippenger

2024-01-03

আমরা শেষ দিনগুলোতে উইলিয়াম মিলারের স্বপ্নের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োগ বিবেচনা করছি, যে সময়ে সব ভবিষ্যদ্বাণী তাদের পরিপূর্ণতা লাভ করে। মিলারের স্বপ্ন মিলারের সেবাকার্যের মাধ্যমে একত্রিত অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তিগত সত্যগুলোর আবিষ্কার, প্রতিষ্ঠা, প্রত্যাখ্যান, সমাহিতকরণ এবং পুনঃস্থাপনকে চিহ্নিত করে। সেই ভিত্তিগত সত্যগুলো ১৭৯৮ সালে উন্মোচিত সত্যগুলোকেই প্রতিনিধিত্ব করত। সেই সত্যগুলো উলাই নদীর দর্শনে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। আর্লি রাইটিংস নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ অনুযায়ী, মিলারের স্বপ্নটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন, এবং সেই স্বপ্নটি নেবুখদনেজরের দ্বিতীয় স্বপ্ন দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল, যেমন মিলার নিজেও নেবুখদনেজর দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিলেন।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলোতে দেখানো হয়েছে যে পশুর হৃদয় নিয়ে ‘সাত কাল’ জীবনযাপনকারী Nebuchadnezzar-এর জীবনের পরিণতি ১৭৯৮ সালে প্রতীকীভাবে সমাপ্ত হয়েছিল। তখন তার রাজ্য পুনঃস্থাপিত হয়েছিল, এবং প্রথমবারের মতো Nebuchadnezzar একজন সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ‘সমাপ্তির সময়’-এর দৃষ্টিতে, ১৭৯৮ সালে তিনি ‘জ্ঞানীদের’ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আমরা আরও সনাক্ত করেছি যে বাবিলের প্রথম রাজা হিসেবে Nebuchadnezzar-এর ‘সাত কাল’-এর বিচারটি বাবিলের শেষ রাজা Belshazzar-এর দুই হাজার পাঁচশ বিশ (mene, mene, tekel, upharsin)-এর বিচারের প্রতীক ছিল।

> বাবিলনের শেষ শাসকের প্রতিও—যেমন প্রতিরূপরূপে তার প্রথম শাসকের প্রতিও—ঐশ্বরিক প্রহরীর সেই রায় এসে পৌঁছেছিল: 'হে রাজা, ... এই কথা তোমার প্রতিই বলা হলো; রাজ্য তোমার কাছ থেকে চলে গেছে।' দানিয়েল ৪:৩১। ভবিষ্যদ্বক্তারা ও রাজারা, ৫৩৩।

সিস্টার হোয়াইট বেলশাসরকে তার বিচারের সময়ে “মূর্খ রাজা” হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। নেবূখদ্নেজরের বিচারের সময়ের উপসংহারে তাকে “জ্ঞানী রাজা” হিসেবে দেখা যায়, কারণ তিনি “সাত বার”-এর বিচারের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন; কিন্তু বেলশাসর ইতিহাস জানলেও উপকৃত হতে অস্বীকার করেছিলেন।

> কিন্তু আমোদ-প্রমোদ ও আত্মগৌরবপ্রিয়তার প্রতি বেলশাসারের আসক্তি তার মনে সেই শিক্ষাগুলোর স্মৃতি মুছে দিল, যেগুলো তাকে কখনও ভুলে যাওয়ার কথা ছিল না; এবং সে এমনই পাপ করল, যেসব পাপ নেবূখদ্নেজরের ওপর দৃষ্টান্তমূলক বিচার নামিয়ে এনেছিল। সে কৃপাপূর্বক তাকে দেওয়া সুযোগগুলো অপচয় করল, সত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হাতের নাগালে থাকা সুযোগগুলো ব্যবহার করতে অবহেলা করল। ‘উদ্ধার পেতে আমাকে কী করতে হবে?’—এই প্রশ্নটিকে সেই মহান কিন্তু মূর্খ রাজা উদাসীনভাবে পাশ কাটিয়ে গেল। বাইবেল ইকো, ২৫ এপ্রিল, ১৮৯৮।

Nebuchadnezzar ১৭৯৮ সালে 'জ্ঞানীদের' প্রতীক, যারা অন্তিম সময়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি বোঝে।

> তার দাম্ভিক উক্তিটি তার ঠোঁট ছেড়ে বেরোতে না বেরোতেই, স্বর্গ থেকে একটি ধ্বনি তাঁকে জানাল যে ঈশ্বরের নির্ধারিত বিচারের সময় এসে গেছে। মুহূর্তেই তাঁর বুদ্ধি কেড়ে নেওয়া হলো, এবং তিনি এক পশুর মতো হয়ে গেলেন। সাত বছর তিনি এভাবেই অধঃপতিত অবস্থায় রইলেন। এই সময়ের শেষে তাঁর বুদ্ধি পুনরুদ্ধার হলো, এবং তারপর বিনম্রচিত্তে স্বর্গের মহান ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি তুলে তিনি এই শাস্তিতে ঈশ্বরের হাত চিনতে পারলেন, এবং আবার সিংহাসনে পুনর্বহাল হলেন.
>
> একটি প্রকাশ্য ঘোষণায় রাজা নেবূখদনেজর তাঁর দোষ এবং তাঁর পুনঃস্থাপনে ঈশ্বরের মহান করুণা স্বীকার করেছিলেন। পবিত্র ইতিহাসে লিপিবদ্ধ তাঁর জীবনের শেষ কাজ ছিল এটি। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১।

নেবুখদনেজরের "সাত সময়কাল"-এর শেষে তিনি জনসমক্ষে একটি ঘোষণা জারি করেন, যার মধ্যে একটি জনসমক্ষে স্বীকারোক্তিও ছিল। নেবুখদনেজরের প্রতিরূপ হিসেবে মিলার ১৭৯৮ সালের "জ্ঞানী"দের প্রতীক, যারা অন্তিমকালে জ্ঞানের বৃদ্ধি বোঝেন। তাদের দুজনেরই দুটি করে স্বপ্ন ছিল, এবং তাদের প্রত্যেকের দ্বিতীয় স্বপ্ন প্রতীকীভাবে "সাত সময়কাল"কে চিহ্নিত করে। আগের প্রবন্ধগুলোতে দেখানো হয়েছে যে "সাত সময়কাল" একটি সন্ধিক্ষণ চিহ্নিত করে।

১৭৯৮ সালে নেবৃখদ্নেজর তার অহংকারপূর্ণ অবস্থা থেকে জ্ঞানীর অবস্থায় রূপান্তরকে চিহ্নিত করেন। এতে তার প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯৮ সালটি বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজ্যের মধ্যবর্তী রূপান্তরের সন্ধিক্ষণও ছিল। এটি প্রথম স্বর্গদূতের আগমনকেও চিহ্নিত করেছিল, ফলে একটি নতুন ব্যবস্থাকালের সূচনা হয়েছিল; কারণ বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পঞ্চম রাজ্য মৃত্যুঘাত না পাওয়া পর্যন্ত আসন্ন বিচারের সতর্কতা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

> বার্তাটি নিজেই যে সময়ে এই আন্দোলন ঘটবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করে। এটিকে 'চিরন্তন সুসমাচার'-এর একটি অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে; এবং এটি বিচারের সূচনা ঘোষণা করে। উদ্ধারের বার্তা সকল যুগেই প্রচারিত হয়েছে; কিন্তু এই বার্তাটি সুসমাচারের এমন একটি অংশ, যা কেবল শেষ দিনগুলোতে ঘোষণা করা যেতে পারে, কারণ তখনই বিচারের সময় এসে গেছে—এ কথা সত্য হবে। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো এমন এক ধারাবাহিক ঘটনার কথা তুলে ধরে, যা বিচার শুরু হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এটি বিশেষভাবে সত্য দানিয়েলের গ্রন্থের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর যে অংশটি শেষ দিনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, সেটি 'অন্তের সময় পর্যন্ত' বন্ধ করে সীলমোহর দিতে দানিয়েলকে বলা হয়েছিল। এই সময়ে পৌঁছানো না পর্যন্ত, এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূরণের ভিত্তিতে বিচার সংক্রান্ত কোনো বার্তা ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্তের সময়ে, নবী বলেন, 'অনেকেই এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করবে, এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।' দানিয়েল ১২:৪।
>
> প্রেরিত পৌল গির্জাকে সতর্ক করেছিলেন যে, তাঁর সময়ে খ্রিষ্টের আগমনের প্রতীক্ষা না করতে। ‘সেই দিন আসবে না,’ তিনি বলেন, ‘যতক্ষণ না প্রথমে ধর্মত্যাগ ঘটে এবং অধর্মের মানুষ প্রকাশিত হয়।’ ২ থিসালনিকীয় ২:৩। মহা ধর্মত্যাগ এবং ‘অধর্মের মানুষ’-এর দীর্ঘকালীন শাসনকাল পার না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষা করতে পারি না। ‘অধর্মের মানুষ’, যাকে ‘অধর্মের রহস্য’,

> ‘নাশের পুত্র’ এবং ‘অধার্মিক’ বলেও বলা হয়েছে, তা পোপতন্ত্রকে নির্দেশ করে; যা ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ১২৬০ বছর তার প্রাধান্য বজায় রাখার কথা ছিল। এই সময়কাল ১৭৯৮ সালে সমাপ্ত হয়েছিল। সেই সময়ের আগে খ্রিষ্টের আগমন ঘটতে পারত না। পৌলের এই সতর্কবাণী ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত সমগ্র খ্রিষ্টীয় যুগকে আবৃত করে। ঐ সময়ের পরের দিকেই খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বার্তা প্রচারিত হওয়ার কথা।
>
> অতীত যুগে এমন কোনো বার্তা কখনো দেওয়া হয়নি। যেমন আমরা দেখেছি, পৌল এটি প্রচার করেননি; প্রভুর আগমন নিয়ে তিনি তাঁর সহভ্রাতাদের দৃষ্টি তখনকার অতিদূর ভবিষ্যতের দিকে নির্দেশ করেছিলেন। ধর্মসংস্কারকরা এটি ঘোষণা করেননি। মার্টিন লুথার বিচারকে তাঁর সময় থেকে প্রায় তিনশো বছর ভবিষ্যতে স্থির করেছিলেন। কিন্তু ১৭৯৮ সাল থেকে দানিয়েলের বই উন্মোচিত হয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলির জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং অনেকেই নিকটবর্তী বিচারের গম্ভীর বার্তা ঘোষণা করেছেন। The Great Controversy, 356.

১৭৯৮ সালে পরিত্রাণের কাজের এক নতুন যুগ এসেছিল, এবং সেই নতুন যুগ ১৮৪৪ সালে শুরু হবে এমন আরেকটি যুগ সম্পর্কে সতর্কবার্তা দিয়েছিল। সেই যুগের পরিবর্তনের সময় একটি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, এবং আরেকটি দরজা খুলে যাবে।

> ফিলাদেলফিয়ার গির্জার স্বর্গদূতের কাছে লিখ: যিনি পবিত্র এবং সত্য, যাঁর কাছে দাউদের চাবি আছে—যিনি খুলেন, আর কেউ বন্ধ করতে পারে না; এবং যিনি বন্ধ করেন, আর কেউ খুলতে পারে না—তিনি এইসব কথা বলেন: আমি তোমার কর্ম জানি; দেখ, আমি তোমার সম্মুখে একটি খোলা দরজা স্থাপন করেছি, যা কেউ বন্ধ করতে পারবে না; কারণ তোমার সামান্য শক্তি আছে, তবু তুমি আমার বাক্য রক্ষা করেছ এবং আমার নাম অস্বীকার কর নি। প্রকাশিত বাক্য ৩:৭, ৮।

একটি দরজা খোলা নতুন এক ব্যবস্থার সূচনা নির্দেশ করে। ৭২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত চলমান প্রথম রোষের শেষে, ১৭৯৮ সালে রাজ্য ও বার্তা—উভয়ের ক্ষেত্রেই একটি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। ৬৭৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত চলমান শেষ রোষের শেষে, ১৮৪৪ সালেও একটি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। আসন্ন বিচারের সতর্কতা দানকারী প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার ব্যবস্থা ১৭৯৮ সালে এসে পৌঁছেছিল। 'দরজা' খোলা হয়েছিল যে 'শেষের সময়ে', সেই সময়ে নেবূখদ্নেজ্যর ও মিলার—উভয়েই 'জ্ঞানী' হিসেবে উপস্থাপিত হন; এই দরজা খোলা হয়েছিল প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার জন্য এবং সমুদ্রের জন্তু থেকে পৃথিবীর জন্তুর দিকে বাহ্যিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশের দরজা খুললে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার ব্যবস্থা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের ব্যবস্থার সূচনা ও অনুসন্ধানমূলক বিচার এসে পৌঁছেছিল।

মিলারের দ্বিতীয় স্বপ্নের শুরু ১৭৯৮ সালে একটি দরজা খোলা হলে, এবং এর সমাপ্তি ঘটে তখন, যখন “দুই সাক্ষী”-এর অন্তর্বর্তী পর্বে একটি দরজা খোলা হয়—যে “দুই সাক্ষী”দের মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা ঘোষণা করার জন্য আবার জীবিত করা হয়। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অর্থে নেবূখদ্নেজর ও মিলার উভয়েই ১৭৯৮ সালে সমুদ্রের পশুর রাজ্য থেকে পৃথিবীর পশুর রাজ্যে রূপান্তরকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই ১৮৪৪ সালে তদন্তমূলক বিচারের আসন্নতা ও আগমনের ঘোষণাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৭৯৮ এবং ১৮৪৪ ঈশ্বরের তাঁর জাতির বিরুদ্ধে প্রথম ও শেষ “রোষ”-এর পরিসমাপ্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা “সাত বার” সময়কালে সম্পন্ন হয়েছিল, যেমন লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ে নির্ধারিত আছে।

১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ছেচল্লিশ বছর আধ্যাত্মিক মন্দিরের নির্মাণকে প্রতিনিধিত্ব করে, যে মন্দিরে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ চুক্তির দূত হঠাৎ এসে উপস্থিত হন, যখন খ্রিষ্ট পবিত্র স্থান থেকে অতিপবিত্র স্থানে স্থানান্তরিত হন।

১৭৯৮ ও ১৮৪৪—এই বছরগুলো “সাতবার” দ্বারা চিহ্নিত একাধিক রূপান্তর নির্দেশ করে। ১৮৫৬ সালে মিলারাইট ফিলাডেলফীয় অ্যাডভেন্টবাদ থেকে মিলারাইট লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের যে রূপান্তর ঘটেছিল, সেটিও “সাতবার” সম্পর্কে জ্ঞানের বৃদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত ছিল, যা পরবর্তীতে ১৮৬৩ সালে প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৭৯৮ সালে দানিয়েলের পুস্তক থেকে জ্ঞানের এক বৃদ্ধি ঘটেছিল, যাতে লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশতম অধ্যায়ের সেই একই “সাতবার” অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা মিলারাইট ফিলাডেলফীয় অ্যাডভেন্টবাদের শেষে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কথা ছিল।

প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের ফিলাদেলফিয়া থেকে লাওদিকিয়ায় পরিবর্তনটি ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সাত বছরে প্রতিফলিত হয়েছিল। লাওদিকীয় বার্তা আসে ১৮৫৬ সালে, এবং সাত বছর ধরে উন্মোচিত ‘সাত কাল’-এর নতুন আলো একটি তিন-ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, যাতে ১৮৬৩ সালে অ্যাডভেন্টবাদ ব্যর্থ হয়। ‘সাত কাল’-এর আলোর জন্য সাত বছর সময় দেওয়া হয়েছিল—তা গ্রহণ করা হবে, না কি প্রত্যাখ্যাত হবে। মিলারাইট ফিলাদেলফীয় অ্যাডভেন্টবাদ থেকে মিলারাইট লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের আন্দোলনের এই পরিবর্তনটি শেষ সময়ে ক্রমের উল্টো হওয়ার দৃষ্টান্ত—তৃতীয় স্বর্গদূতের লাওদিকীয় আন্দোলন থেকে তৃতীয় স্বর্গদূতের ফিলাদেলফীয় আন্দোলনে রূপান্তর।

ইশাইয়ার পঁয়ষট্টি বছরের ভবিষ্যদ্বাণী ইসরায়েলের উত্তর এবং তারপর দক্ষিণ রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের প্রথম ও শেষ ক্রোধের শুরুকে চিহ্নিত করে।

> কারণ সিরিয়ার মস্তক দামেস্ক, আর দামেস্কের মস্তক রেজিন; এবং পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে এফ্রাইম ভেঙে যাবে, যাতে সে আর কোনো জাতি না থাকে। ইশাইয়া ৭:৮।

ইশাইয়ার পঁয়ষট্টি বছরের ভবিষ্যদ্বাণী খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ সালে দেওয়া হয়েছিল, এবং পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে উত্তর রাজ্য আর থাকবে না। খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ সালের উনিশ বছর পর, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৭২৩ সালে, আসিরীয়রা উত্তর রাজ্যকে দাসত্বে নিয়ে যায়। পঁয়ষট্টি বছরের শেষে খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৭ সালে দক্ষিণ রাজ্যের শাস্তির সময় শুরু হয়, যখন মনশ্শে বাবিলীয়দের হাতে বন্দী হন। অতএব পঁয়ষট্টি বছরটি বোঝায় যে উত্তর রাজ্যের প্রথম বন্দিত্ব পর্যন্ত উনিশ বছর, তারপর মনশ্শের বন্দিত্ব পর্যন্ত আরও ছেচল্লিশ বছর।

সেসব ভবিষ্যদ্বাণী ১৭৯৮, ১৮৪৪ এবং ১৮৬৩ সালে তাদের নিজ নিজ পরিপূরণে পৌঁছেছিল। ১৭৯৮ সালে, প্রথম স্বর্গদূতের আগমনের সাথে উদ্ধারের বার্তায় এক অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটেছিল, এবং বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহেও এক বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৪৪ সালে, তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সাথে পবিত্র স্থানের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং তদন্তমূলক বিচার শুরু হওয়ায়, উদ্ধারের বার্তায় এক অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৬৩ সালে, একটি বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটেছিল, কারণ পৃথিবী-উদ্ভূত পশুর উভয় শিং দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছিল।

প্রজাতান্ত্রিক শিংটি দুইটি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হলো, যেগুলো এরপর থেকে পৃথিবীর জন্তুর ইতিহাসে প্রাধান্য বিস্তার করবে। প্রোটেস্ট্যান্ট শিংটি দুটি ধর্মত্যাগী রূপে

বিভক্ত হলো: একটি দল নিজেদের প্রোটেস্ট্যান্ট বলে দাবি করে সপ্তম দিনের বিশ্রামদিন পালন করার কথা বলত, আরেকটি শ্রেণি নিজেদের প্রোটেস্ট্যান্ট বললেও উপাসনার পছন্দের দিন হিসেবে সূর্যের দিনকে সমর্থন করত।

সেই ইতিহাসে, অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে আসা প্রোটেস্ট্যান্ট শিংটি ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত পরীক্ষিত হয়েছিল, এবং পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হয়ে রবিবার পালনকারী প্রোটেস্ট্যান্ট জনগোষ্ঠী থেকে রবিবার পালনকারী ধর্মভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্ট জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ও চিহ্নিত সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙের ইতিহাসে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল। এরপর সত্য বিশ্রামদিন পালনকারী প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙটি ফিলাডেলফিয়া থেকে লাওদিকিয়ায়, এবং সত্য বিশ্রামদিন পালনকারী প্রোটেস্ট্যান্ট জনগোষ্ঠী থেকে বিশ্রামদিন পালনকারী ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙে—উভয়ভাবেই স্থানান্তরিত হয়। "সাত সময়কাল" ১৭৯৮, ১৮৪৪, ১৮৫৬ এবং ১৮৬৩ সালের সঙ্গে সম্পর্কিত। "সাত সময়কাল" একটি প্রতীক, যা পরিবর্তনের একটি সন্ধিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত, এবং এই সত্যটি একাধিক সাক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত।

১৭৯৮ সালে "seven times" সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ মিলার আবিষ্কৃত প্রথম সময়-ভবিষ্যদ্বাণীটিই ছিল সেই সত্য। ১৮৬৩ সালের মধ্যে সেই সত্যটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, ফলে যিশাইয়ার সপ্তম অধ্যায়ে উপস্থাপিত পঁয়ষট্টি বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ পর্যায়ের সমাপ্তি চিহ্নিত হয়েছিল।

সম্পূর্ণ দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনা ও সমাপ্তি—উভয় প্রান্তেই—আয়নার মতো উল্টো প্রতিবিম্বের ধাঁচে পঁয়ষট্টি বছরের একটি করে ব্যাপ্তি রয়েছে। সমাপ্তির পঁয়ষট্টি বছরের সূচনায় (1798)—যা ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের সময় 742 খ্রিষ্টপূর্বের শুরুর পঁয়ষট্টি বছরের সূচনার প্রতিরূপ—"সাত কাল" সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে, যা "জ্ঞানী" মিলারাইটরা বুঝে প্রচার করেছিলেন। সমাপ্তির সেই পঁয়ষট্টি বছরের শেষে 1863 সালে, একই সত্য সম্পর্কে আরেক দফা জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে, যা শেষ পর্যন্ত সত্যিকারের প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙের সদ্য অভিষিক্ত "যাজক"দের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়।

> জ্ঞান না থাকার কারণে আমার জাতি বিনষ্ট হচ্ছে; যেহেতু তুমি জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেছ, আমিও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব, যাতে তুমি আর আমার জন্য যাজক না হও; যেহেতু তুমি তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভুলে গেছ, আমিও তোমার সন্তানদের ভুলে যাব। হোশেয় ৪:৬।

দানিয়েলের পুস্তকের সিলমোহর খোলা হলে জ্ঞানের যে বৃদ্ধি ঘটে, তা “সাত কাল”-এর সঙ্গে সম্পর্কিত; অতএব এটি শুধু পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণের প্রতীকই নয়, বরং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তার সিলমোহর-উন্মোচনেরও প্রতীক।

২০20 সালের ১৮ জুলাই প্রথম হতাশার মধ্য দিয়ে আরেকটি পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, যা "প্রতীক্ষার সময়" শুরু করেছিল এবং প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত সদোম ও মিশর নামে মহান শহরের রাস্তায় দুই সাক্ষীর মৃত অবস্থায় পড়ে থাকার সাড়ে তিন দিনের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল।

১৮ জুলাই, ২০২০ তারিখটি সাড়ে তিনটি প্রতীকী দিনের (একটি ‘সাতবার’) সূচনা চিহ্নিত করে, যা ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত ইতিহাসে তুলে ধরা হয়েছিল। উভয় সময়কালই

‘সাতবার’-এর প্রতীক। উভয় সময়কালই একটি ব্যবস্থার পরিবর্তন (একটি রূপান্তর) চিহ্নিত করে। উভয় সময়কালই ‘সাতবার’-সম্পর্কিত জ্ঞানের বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে।

বাবিলের রাজ্য থেকে মেদী ও পারস্যের রাজ্যে রূপান্তরের সেই পর্বেই দানিয়েল লেবীয় পুস্তক ২৬-এর প্রার্থনা করছিলেন; ফলে তিনি এই প্রার্থনাটিকে শেষকালের রূপান্তরের একটি দিকচিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত করেন। মিলারের স্বপ্নে, "বিচ্ছুরণ" শব্দটির সাতটি উল্লেখের শেষে, মিলার একই সঙ্গে কাঁদেন ও প্রার্থনা করেন। সেই কান্না সেই মুহূর্তটিকে চিহ্নিত করে, যখন যিহূদা গোত্রের সিংহ (the dirt brush man) সিলমোহর করা এক বার্তা উন্মোচন করেন।

মিলারের প্রার্থনা দানিয়েলের ‘লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ’ সম্পর্কিত প্রার্থনাটিকে চিহ্নিত করে, যা ‘সাত কাল’-এর সঙ্গে যুক্ত, এবং এটি মিলারের স্বপ্নে দরজা ও জানালা খোলা হলে ঘটে। কিন্তু দানিয়েলের নবম অধ্যায়ের প্রার্থনা, দানিয়েলের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রার্থনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি নেবূখদনেজরের ‘সাত কাল’ সমাপ্তিতে তাঁর স্বীকারোক্তির প্রার্থনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অতএব মিলারের প্রার্থনাটি লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশ অধ্যায়ের প্রার্থনার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল; এটি ছিল সর্বসমক্ষে করা পাপস্বীকারের প্রার্থনা এবং শেষে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রহস্যের সীল খুলে দেওয়ার জন্য আবেদনমূলক প্রার্থনা, কারণ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীই শেষ দিনগুলিকে চিত্রিত করে। সুতরাং দানিয়েল পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের রহস্যই উন্মোচিত হওয়ার শেষ রহস্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। স্বপ্নে মিলারের প্রার্থনা ছিল তাঁর ঘরের রত্নগুলোর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘৃণ্য কাজসমূহ সম্পর্কে উদ্বেগ ও ধার্মিক ক্ষোভের প্রার্থনা। তাঁর সেই উদ্বেগকে ইজেকিয়েল পুস্তকের নবম অধ্যায়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের সময় যারা হাহাকার ও বিলাপ করে, তাদের দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে।

মিলার দেখেছিলেন, ভুয়া মতবাদ দিয়ে সত্যগুলো ক্রমে ক্রমে কবর দেওয়া হচ্ছে, এবং শেষপর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌঁছানো হলো যেখানে সিন্দুকটি (অর্থাৎ বাইবেল নিজেই) ধ্বংস করা হলো। মিলারের সিন্দুকের ধ্বংস অ্যাডভেন্টবাদের তৃতীয় প্রজন্মে ঘটে, যখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি আন্দোলন চালানো হয়েছিল কিং জেমস বাইবেলকে পাশে ঠেলে দিয়ে বাইবেলের আধুনিক, বিকৃত, ক্যাথলিক-ভিত্তিক সংস্করণগুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য।

মিলার কাঁদলেন, তারপর প্রার্থনা করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি দরজা খুলে গেল, আর সবাই বেরিয়ে গেল। তারপর ঝাড়ুদার (যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ) প্রবেশ করলেন, জানালাগুলো খুললেন এবং পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। এরপর মিলার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রত্নগুলোর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, এবং ঝাড়ুদার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি রত্নগুলোর যত্ন নেবেন। ঝাড়ুদারের পরিষ্কার করার কর্মব্যস্ততার মধ্যে, মিলার এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলেন; চোখ খুলতেই দেখলেন, আবর্জনা আর নেই। রত্নগুলো ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল, তখন ঝাড়ুদার টেবিলের ওপর বড় পেটিকাটি রাখলেন, রত্নগুলো জড়ো করে পেটিকায় ঢেলে দিলেন এবং বললেন, "এসো এবং দেখো।"

'এসো ও দেখো' এই উক্তিটি একটি প্রতীক, যা নির্দেশ করে যে একটি সত্যের সীল সদ্য খোলা হয়েছে। মিলারের জন্য যে সত্যের সীল খোলা হলো, সেটিই চূড়ান্ত সত্য, কারণ এরপর যে ঘটনাটি ঘটবে তা হলো 'শাউট'-এ মিলারের জাগরণ, যা 'উচ্চ আহ্বান'কে নির্দেশ

করে। মিলারাইটদের ইতিহাসে 'মধ্যরাতের আহ্বান' বার্তাটি গ্রহণকারী সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন মিলার, এবং স্বপ্নে যে 'শাউট' তাকে জাগিয়ে তোলে তার ঠিক আগে তিনি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেছিলেন। বাইবেলে যে একমাত্র অংশটি 'এক মুহূর্ত' এবং 'চোখ'—এই দুইটির উল্লেখ করে, তা প্রথম পুনরুত্থানকে চিহ্নিত করছে।

> দেখো, আমি তোমাদের এক রহস্য জানাই; আমরা সবাই নিদ্রিত হব না, কিন্তু আমরা সবাই রূপান্তরিত হব, এক মুহূর্তে, চোখের পলকে, শেষ তূর্যধ্বনিতে; কারণ তূর্য বাজবে, এবং মৃতেরা অবিনশ্বর হয়ে উঠবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব। কারণ এই নশ্বরকে অবিনশ্বরতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীলকে অমরত্ব পরিধান করতে হবে। ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৩।

প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তৃতীয় স্বর্গদূতের লাওদিকীয় আন্দোলন থেকে তৃতীয় স্বর্গদূতের ফিলাডেলফীয় আন্দোলনে সংক্রমণের ইতিহাসে, মিলার মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা গ্রহণকারী বুদ্ধিমতী কুমারীদের কাতারের একেবারে শেষজনকে প্রতিনিধিত্ব করেন। যাঁরা প্রথমে তা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে আধ্যাত্মিক।

> এটি ছিল মধ্যরাতের আহ্বান, যা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে শক্তি দিবে। স্বর্গ থেকে স্বর্গদূতদের পাঠানো হয়েছিল হতাশ পবিত্রজনদের জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের সামনে থাকা মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করতে। সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই প্রথমে এই বার্তা গ্রহণ করেনি। স্বর্গদূতেরা পাঠানো হয়েছিল বিনয়ী, নিবেদিতপ্রাণদের কাছে, এবং তাদের সেই আহ্বান তুলতে বাধ্য করেছিল, 'দেখ, বর আসছে; তোমরা তাঁর সাক্ষাতে যেতে বাইরে বেরিয়ে যাও!' যাদের কাছে এই আহ্বানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তারা তৎপর হয়ে, পবিত্র আত্মার ক্ষমতায় বার্তাটি ধ্বনিত করল এবং তাদের হতাশ ভাইদের জাগিয়ে তুলল। এই কাজ মানুষের জ্ঞান ও বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বরং ঈশ্বরের শক্তির উপর; আর যাঁরা সেই আহ্বান শুনেছিল, তাঁর পবিত্রজনেরা, তা প্রতিহত করতে পারেনি। সবচেয়ে আত্মিকেরা প্রথমেই এই বার্তাটি গ্রহণ করেছিল, আর যারা পূর্বে কাজের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারাই ছিল সবশেষে এই আহ্বান গ্রহণ করতে এবং সেই ধ্বনিকে আরও প্রবল করতে সহায়তা করতে, 'দেখ, বর আসছে; তোমরা তাঁর সাক্ষাতে যেতে বাইরে বেরিয়ে যাও!' প্রারম্ভিক রচনাবলী, ২৩৮.

প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের সাড়ে তিন প্রতীকী দিনের শেষে, ইজেকিয়েলের সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ে প্রতীকায়িত দুটি বার্তার মধ্যে প্রথমটি ঘোষণা করা হয়। প্রথম বার্তাটি মৃত ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অস্থিগুলোকে একত্র করে, কিন্তু তারা তখনও মৃতই থাকে। বার্তাটি এসেছিল সেই কণ্ঠের মাধ্যমে, যে "অরণ্যে" চিৎকার করেছিল; এতে বোঝা যায় যে ইজেকিয়েলের বার্তা সাড়ে তিন প্রতীকী দিনের সমাপ্তির আগেই শুরু হয়। সেই সাড়ে তিন দিন একটি "অরণ্য"কে নির্দেশ করে, এবং "অরণ্য" থেকেই বার্তাটি ঘোষণা করা হয়। "অরণ্য" "সাত সময়"-এরও প্রতীক; এটি একটি পরিবর্তন এবং এমন এক সীল খোলাকে চিহ্নিত করে, যা একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সূচনা করে।

বার্তাটি ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়, এবং তা গ্রহণও ক্রমান্বয়ে ঘটে—যেমন মিলারাইট ইতিহাসের মধ্যরাত্রির ডাকে দেখা যায়। সবচেয়ে আধ্যাত্মিকরাই প্রথমে মরুভূমিতে আহ্বানরত কণ্ঠের বার্তাটি গ্রহণ করেছিলেন; এবং অ্যাডভেন্টিজমের ইতিহাসবিদরা ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের ঠিক কয়েক দিন আগে উইলিয়াম মিলার কর্তৃক লেখা একটি চিঠির কথা উল্লেখ করেন, যেখানে মিলার সাক্ষ্য দেন যে তিনি অবশেষে সামুয়েল স্নোর

মধ্যরাত্রির ডাকের বার্তাটি বুঝে গ্রহণ করেছিলেন।

> "প্রিয় ভাই হাইমস: আমি সপ্তম মাসে এমন এক মহিমা দেখেছি, যা আগে কখনও দেখিনি। যদিও প্রভু দেড় বছর আগে আমাকে সপ্তম মাসের প্রতীকাত্মক তাৎপর্য দেখিয়েছিলেন, তবু আমি সেই প্রতীকগুলোর শক্তি অনুধাবন করতে পারিনি। এখন, প্রভুর নাম ধন্য হোক, আমি শাস্ত্রে এমন এক সৌন্দর্য, সুরেলো সামঞ্জস্য এবং সম্মতি দেখেছি, যার জন্য আমি বহুদিন প্রার্থনা করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা দেখিনি। হে আমার প্রাণ, প্রভুকে ধন্যবাদ দে। আমার চোখ খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যারা মাধ্যম হয়েছেন, সেই ভাই স্নো, ভাই স্টোর্স এবং অন্যরা আশীর্বাদিত হোন। আমি প্রায় বাড়িতে পৌঁছে গেছি। গৌরব! গৌরব! গৌরব! গৌরব!" উইলিয়াম মিলার, সাইনস অফ দ্য টাইমস, ১৬ অক্টোবর, ১৮৪৪।

মধ্যরাত্রির আহ্বানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে, যা মিলারের স্বপ্নে উপস্থাপিত হয়েছে, মিলার এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেছিলেন। সুতরাং, "এক মুহূর্তে, চোখের পলকে, শেষ তূরীতে: কারণ তূরী বাজবে, এবং মৃতেরা উঠবে।" মিলারের স্বপ্নে তিনি নিজেকে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা গ্রহণকারী শেষ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন, যেমনটি তাঁর নিজের ইতিহাসেও করেছিলেন। তিনি তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন যারা অবশেষে বার্তাটি গ্রহণ করে, ঠিক সেই মুহূর্তের আগে যখন ধুলো ঝাড়ার লোক ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা রত্নগুলো কুড়িয়ে নেয় এবং সেগুলো বড় বাক্সে নিক্ষেপ করে। প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে, ইজেকিয়েলের দ্বিতীয় বার্তা—যা ইসলামের চার বাতাসের বার্তা এবং একই সঙ্গে সিলমোহরের বার্তাও—গ্রহণকারীদের মধ্যে যারা সর্বশেষে গ্রহণ করে, তারা তা করে সাতটি তূরীর মধ্যে শেষ তূরী বাজবার ঠিক আগে; আর সেটিই হলো "তৃতীয় Woe" তূরী। "এক মুহূর্তে, চোখের পলকে, শেষ তূরীতে: কারণ তূরী বাজবে, এবং মৃতেরা অবিনশ্বররূপে উঠবে, এবং আমরা পরিবর্তিত হব।" (1 Corinthians 15:52)

অনুচ্ছেদটি দ্বিতীয় আগমনে সংঘটিত প্রথম পুনরুত্থানকে চিহ্নিত করছে, কিন্তু প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের মহাভূমিকম্পের "ঘণ্টা"তে মৃত শুকনো হাড়ের (দুই সাক্ষী) এক পুনরুত্থানও ঘটে। সেই ভূমিকম্পের "ঘণ্টা"তে সাতটি তূরীর মধ্যে শেষ তূরীটি বেজে ওঠে, আর রাস্তায় পড়ে থাকা মৃত সাক্ষীরা জীবিত হয়ে ওঠে—লাওদিকিয়াবাসী হিসেবে নয়, বরং ফিলাডেলফিয়াবাসী হিসেবে; কারণ তৃতীয় "হায়"-এর তূরী বাজলে দুই সাক্ষী মোহরকৃত হয় এবং অবিনশ্বর হয়ে যায়, কেননা তারা আর কখনও পাপ করবে না। মিলার প্রতিনিধিত্ব করেন সেই শেষ দলকে যারা সেই বার্তাটি গ্রহণ করবে যা দুই সাক্ষীকে জীবিত করে তোলে; সেটিই ইসলামের চার বাতাসের বার্তা, এবং সেটিই মোহরকরণের বার্তা।

ঐ তূর্যধ্বনি সদোম ও মিশরের রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃত শুকনো হাড়গুলোর শেষটাকেও জাগিয়ে তোলে। মিলার দেখেছিলেন, কীভাবে সত্যগুলো ক্রমে প্রতারণামূলক মতবাদ দ্বারা সমাহিত করা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মিলার কেঁদে উঠলেন, সেই সময়টিকে চিহ্নিত করে যখন মোহর খোলা শুরু হওয়ার কথা ছিল, কারণ মোহর খোলা একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া। সেই মোহর খোলা সাড়ে তিন দিনের সমাপনী পর্যায়ে শুরু হয়েছিল।

মিলার কাঁদার পর, সীলমোহরযুক্ত গ্রন্থের সীল খুলতে যাঁর ক্ষমতা ছিল, তিনি কাহিনিতে প্রবেশ করলেন। মিলারের স্বপ্নে তিনি ছিলেন ‘ডার্ট ব্রাশ ম্যান’। এরপর মিলার প্রার্থনা করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি দরজা খুলে গেল—যা চিহ্নিত করল সেই সন্ধিক্ষণকে, যেখানে তৃতীয় স্বর্গদূতের লাওদিকিয়া আন্দোলন থেকে তৃতীয় স্বর্গদূতের ফিলাডেলফিয়া আন্দোলনে রূপান্তর ঘটতে যাচ্ছিল। তার প্রার্থনা ছিল লেবীয় পুস্তক ২৬-এর প্রার্থনা;

সেটি ছিল চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রহস্য বোঝার জন্য প্রার্থনা এবং সেই বিদ্রোহের প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি, যা দুই সাক্ষীর উপর সাড়ে তিন দিন এনে দিয়েছিল; সেটি ছিল ইজেকিয়েল নবম অধ্যায়ে সীলমোহরপ্রাপ্তদের প্রার্থনা।

প্রার্থনার পর, খ্রিস্ট (ধুলো ঝাড়ার মানুষ) প্রবেশ করে ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। ধুলো ঝাড়ার মানুষের পরিষ্কার করার কাজের শেষে, মিলার এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলেন, মৃত, শুষ্ক হাড়গুলোর পুনরুত্থানের জন্য নির্ধারিত সময়ের অবসান চিহ্নিত করে। তারপর সেই ধুলো ঝাড়ার মানুষ মিলারের ঘরে ছড়িয়ে থাকা রত্নগুলো জড়ো করলেন এবং সেগুলোকে নতুন, আরও বড় একটি রত্নবাক্সে রাখলেন; সেই বাক্সটি তিনি মিলারের ঘরের মাঝখানের একটি টেবিলের ওপর স্থাপন করলেন, ঠিক তখনই দুই সাক্ষীকে ধ্বজা হিসেবে উন্নীত করা হয়। ধ্বজা হিসেবে তারা তখন বাবিলনে এখনও থাকা ঈশ্বরের অন্য পালকে আহ্বান জানায়—"এসো এবং দেখো"—সেই বার্তাটি, যা যিহূদা গোত্রের সিংহ সদ্য সেই নতুন, বড় রত্নবাক্সে রেখে দিয়েছেন।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা উলাই নদীর দর্শনকে ১৭৯৮ সালে সীলমোহর খোলার মাধ্যমে উন্মোচিত দানিয়েলের গ্রন্থের সত্যগুলোর প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করব। সেই বিবেচনার আগে আমরা কয়েকটি নির্দেশক বিষয় আগেভাগেই স্থাপন করছি। প্রথমত, মিলারাইটদের বার্তা (তার বিকাশের পর্যায়ে) পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু অসম্পূর্ণ। সেটি তিনটি নয়, মাত্র দুইটি উজাড়কারী শক্তির কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মিলারের স্বপ্ন যখন ভিত্তিমূলক সত্যগুলোর চূড়ান্ত পুনঃস্থাপনকে চিহ্নিত করে, তখন সেই ভিত্তিমূলক সত্যগুলো তাদের আসল মহিমার চেয়ে "দশগুণ উজ্জ্বল" হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলন (মিলারাইট আন্দোলন) তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনে পুনরাবৃত্ত হয়, তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তসহ। প্রতীকমাত্র হিসেবে মিলারাইটরা ফিলাডেলফিয়ান ছিল; তারা ছিল রূপান্তরিত নেবূকদ্নেজর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এবং দুর্ভাগ্যবশত ১৮৬৩ সালে "যিরেহো" পুনর্নির্মাণ করেছিল।

তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন লাওদিকীয়দের মতো শুরু হয়েছিল; তাদের রূপান্তরের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অবশেষে তারা যিরেহোর চূড়ান্ত ধ্বংসে (শেষ কালের যিরেহো) অংশ নেবে।

> ত্রাণকর্তা পিতৃপুরুষ ও নবীরা যা বলেছেন তা বাতিল করতে আসেননি; কারণ তিনিই এই প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কথা বলেছেন। ঈশ্বরের বাক্যের সমস্ত সত্যই তাঁর থেকেই এসেছে। কিন্তু এই অমূল্য রত্নগুলি ভ্রান্ত প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হয়েছিল। তাদের মূল্যবান আলোকে ভ্রান্তির সেবায় নিযুক্ত করা হয়েছিল। ঈশ্বর চেয়েছিলেন, এগুলোকে ভ্রান্তির সেই প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে সত্যের কাঠামোয় পুনঃস্থাপন করা হোক। এই কাজ কেবল এক ঈশ্বরীয় হাতই সম্পন্ন করতে পারত। ভ্রান্তির সঙ্গে সংযোগ থাকার ফলে, সত্য ঈশ্বর ও মানুষের শত্রুর উদ্দেশ্যেই সেবা করে আসছিল। খ্রিষ্ট এসেছিলেন তাকে এমন স্থানে স্থাপন করতে, যেখানে তা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করবে এবং মানবজাতির পরিত্রাণ সাধন করবে। The Desire of Ages, 287.